রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক" ২০২২ সনের ২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৩, ২০২২

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩—২৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭—২৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯—১২
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩—৩০
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
(বীমা শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ কার্তিক ১৪২৮/১০ নভেম্বর ২০২১

নং ৫৩.০০.০০০০.৪১১.৯৯.০০৭.১৮.৩২৫—বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমিকে আন্তর্জাতিক মানের 'বঙ্গবন্ধু ইন্সুরেন্স ইনস্টিটিউট' এ রূপান্তরকরণের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

১. চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

সদস্যবৃন্দ

২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশন

৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন

৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

সদস্য সচিব

৫. পরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

কমিটির কার্য পরিধি

(ক) বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমিকে আন্তর্জাতিক মানের 'বঙ্গবন্ধু ইনসিওরেন্স ইনস্টিটিউট' এ রূপান্তরকরণের উপায়/পন্থা অনুসন্ধান;

(খ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমিকে ইনস্টিটিউট এ রূপান্তরিত করার প্রস্তাবনাটি যাচাই/পর্যালোচনা;

(গ) সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে আলোচনা/ মতামত গ্রহণ ও তৎপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা এবং বাস্তবায়ন পরিকাঠামো সুপারিশকরণ;

(ঘ) একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বরাবরে উপস্থাপন।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহিদ হোসেন
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ কার্তিক ১৪২৮/১৪ নভেম্বর ২০২১

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-৪৫৫—বীমা কর্পোরেশন আইন ২০১৯ এর ৯(১)(গ) ধারা অনুযায়ী জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মোঃ আজিজুল আলম, অতিরিক্ত সচিব অন্যত্র বদলি হওয়ায় তাঁর স্থলে জনাব নাজমা মোবারেক, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগকে উক্ত কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮/১০ নভেম্বর ২০২১

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-৪৪৭—বীমা কর্পোরেশন আইন ২০১৯ এর ৯(১)(খ) ধারা অনুযায়ী জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি' ক্যাটাগরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত বেগম কামরুন নাহার সিদ্দীকা অন্যত্র বদলি হওয়ায় তাঁর স্থলে জনাব বদরে মুনীর ফেরদৌস, যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে উক্ত কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো।

০২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৮ নভেম্বর ২০২১

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৫.২১-৩১৯**—যেহেতু, জনাব ম. আফিদ হোসেন (পরিচিতি নং-৬০২১৯৬), প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৭ (নিঃপ্রঃ, চঃদাঃ সওজ) সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-ii, এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ০৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, রংপুর এ কর্মরত অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের Prime Minister Fellowship নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি অধ্যায়নরত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব সিনথিয়া আজমিরী খান-এর নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম Facebook এ অশালিন মন্তব্য ও অপপ্রচার করেছেন;

যেহেতু তিনি সওজ'র Unofficial ফেসবুক ফোরামে (Forum RHD) এক সিনিয়র সহকর্মীর পোস্টে অকারণে জনাব সিনথিয়া আজমিরী খান-কে ব্যঙ্গ করে চিকেন সহকর্মী বলে উল্লেখ করেন এবং একজন জুনিয়র মহিলা সহকর্মীর নামে পাবলিক ফোরামে এ ধরণের অশালীন ভাষা ব্যবহার করে সওজ অধিদপ্তরের সবার কাছে ব্যক্তিগতভাবে তাকে হেয় করাসহ তার ভাবমূর্তি নষ্টের অপচেষ্টা করেছেন;

যেহেতু, তিনি তার সিনিয়র সহকর্মীর সাথে জনাব সিনথিয়া আজমিরী খান-কে নিয়ে অহেতুক ইঙ্গিতপূর্ণ, বানোয়াট এবং তির্যক মন্তব্য করেছেন যা কোনোক্রমেই সমীচীন নয়;

যেহেতু, তিনি গত ১৭ মে, ২০২১ তারিখে জনাব সিনথিয়া আজমিরী খান এর Contact Number চেয়ে ভিন্ন একটি পোস্ট দেন যেখানে প্রকাশ্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ এর হুমকি দেন এবং তার বিরুদ্ধে Anti-country conspiracy এর মিথ্যা প্রচার করে তার চরিত্রকে এবং তার বিদেশে অবস্থানের উদ্দেশ্যকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করেন;

যেহেতু. তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ (২৭) (মহিলা সহকর্মীর উপর আচরণ) এর সরাসরি লঙ্ঘন এবং দণ্ডনীয় অপরাধ;

যেহেতু তার এ ধরনের অশালীন আচরণ ও অপপ্রচারে জনাব সিনথিয়া আজমিরী খান সামাজিক হয়রানির শিকার হয়েছেন যা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে এবং এই Mental Trauma তার দৈনন্দিন জীবনসহ Ph.D অধ্যয়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে;

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)' এর ২(ঘ) অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে;

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ/আচরণ চাকরি শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

যেহেতু, উক্ত কার্যকলাপ একই বিধিমালার ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৮/২০২১ রুজুকরা হয়;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেনো তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে ইচ্ছুক কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ০৬-১০-২০২১ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং গত ০৭-১১-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, লিখিত জবাবে তিনি উল্লেখ করেন ফেসবুক ফোরামে তিনি যে পোস্ট দিয়েছেন তা নিতান্তই অসাবধানতাবশত হয়েছে এবং সেটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না। তিনি তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য আবেদন জানান। ব্যক্তিগত শুনানিতে ভুল হয়ে গেছে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব ম. আফিদ হোসেন (পরিচিতি নং-৬০২১৯৬), প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৭ (নিঃপ্রঃ, চঃদাঃ) সওজ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-ii, এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ০৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, রংপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণ এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাকে একই বিধির ৪(২)(ক) মোতাবেক লঘু দণ্ড হিসেবে তিরস্কার (censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮/১০ নভেম্বর ২০২১

নং **৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৩৭.১৫-৫৮৫**—জনাব মোঃ সাইফুল আরিফ খান (পরিচিতি নং-৬০২২৮৫), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সৃষ্ট সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ১২(১) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

০২। প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

জিএফডিপি (ইস্ট) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮অক্টোবর, ২০২১খ্রিঃ

নং-**৩৫.০০.০০০০.০২১.০৩১.০০৩.২১-৬৫**—সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সার্পোট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা - মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত Resettlememt Plan (RP) অনুসারে Property Assessment and Valuation Committee (PAVC) ও Grievance Redress Committee (GRC) কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

০১. Property Assessment and Valuation Committee (PAVC) :

(ক)	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি: উপ-প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের) (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	-আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি	-সদস্য
(গ)	RP বাস্তবায়নে সহায়তাকারী এনজিও (সিসিডিবি) এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	-সদস্য সচিব

কার্যপরিধি :

(ক) RP বাস্তবায়নে সহায়তাকারী এনজিও (সিসিডিবি) কর্তৃক সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক যৌথ জরিপ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ:

(খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য সংস্থার জমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থানরত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ যাচাইপূর্বক নির্ধারণ, যৌথ জরিপ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ:

(গ) RP-র ক্ষতিপূরণ নীতিমালার আলোকে অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি, অবকাঠামো, গাছপালা, অতিরিক্ত নগদ মঞ্জুরী ও অন্যান্য সম্পদের বাজার মূল্যের উপর জরিপ পরিচালনা করে বদলি মূল্য (Replacement Cost) নিরূপণ ও মূল্য তালিকায় স্বাক্ষরকরণ;

(ঘ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য সংস্থার জমিতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের বাজার মূল্যের উপর জরিপ পরিচালনা করে বদলি মূল্য (Replacement Cost) নিরূপণ ও মূল্য তালিকায় স্বাক্ষরকরণ; এবং

(ঙ) প্রকল্পের সময়সীমা অনুসরণে উপর্যুক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রতিবেদন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ।

০২. Grievance Redress Committee (GRC)

(২.১) Community Level GRC (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) :

(ক)	উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিঃ প্রঃ), সওজ	-আহবায়ক
(খ)	সহকারী প্রকল্প পরিচালক (উঃ বিঃ প্রঃ), সওজ	-সদস্য
(গ)	RP বাস্তবায়নে সহায়তাকারী এনজিও (সিসিডিবি) এর প্রতিনিধি	-সদস্য সচিব
(ঘ)	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	-সদস্য
(ঙ)	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি	-সদস্য
(চ)	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মহিলা প্রতিনিধি (যদি নালিশকারী মহিলা হয়)	-সদস্য

কার্যপরিধি :

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সামাজিক/পুনর্বাসন এবং পরিবেশ প্রশমন সম্পর্কিত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ/ নালিশ কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও শুনানি হবে।

(খ) বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণকৃত বৈধ সম্পত্তির শেয়ার, মালিকানা ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত অভিযোগ/নালিশ এবং আদালতে বিচারাধীন যে কোনো বিষয় কমিটির এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ দিবে।

(গ) কমিটির সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর রোড (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্পের নিকট পেশ করবে।

নালিশ নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি :

(ক) কমিটি অভিযোগ/নালিশ প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে।

(খ) জিআরসি-র সভার জন্য কমপক্ষে তিন (৩) সদস্য কোরাম গঠন করবে।

(গ) জিআরসি-র সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে পৌঁছানো উচিত। তাতে ব্যর্থ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(ঘ) অভিযোগ/নালিশ সংক্রান্ত যাবতীয় দলীলাদির রেকর্ড ও সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবে।

(২.২) Project level GRC:

(ক) প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ - আহবায়ক

(খ) উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ), সওজ - সদস্য

(গ) সহকারী প্রকল্প পরিচালক (উঃবিঃপ্রঃ), সওজ -সদস্য

কার্যপরিধি :

(ক) সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি যদি Community Level GRC-র সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয় তাহলে Project Level GRC উক্ত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে ০১ (এক) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(খ) Project Level GRC-র সিদ্ধান্ত সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে। সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি যদি উক্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয় তাহলে কমিটির সুপারিশমালার জন্য প্রকল্প পরিচালক অনুমোদন করবে।

(২.৩) RHD Level GRC :

(ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পর্যায়ের -আহবায়ক কর্মকর্তা (প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নিযুক্ত)

(খ) পরিবেশ ও সামাজিক সার্কেলের প্রধান -সদস্য

কার্যপরিধি :

(ক) সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি যদি Project Level GRC-র সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয় তাহলে RHD Level GRC উক্ত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে ০১ (এক) মাসের মধ্যে লিখিত রেজুলিউশনের মাধ্যমে মামলার রেকর্ড প্রকল্প পরিচালক এর নিকট প্রেরণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. সৈয়দা সালমা বেগম
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জামস শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.১২৯.১৯.৩২৪**—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নলছিটি এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা নলছিটি উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো:

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
০১	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মিসেস ডালিয়া নাসরিন, স্বামী-এ, কে. এম আব্দুল হক, গ্রাম: ঈশ্বরকাঠী, নলছিটি;	চেয়ারম্যান
০২	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ ফজিলাতুন নেসা, স্বামী-মোঃ ইকবাল হোসেন তাং, গ্রাম: উত্তমাবাদ, নলছিটি;	সদস্য
০৩	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মিসেস সুমনা রহমান, স্বামী মোঃ মিজানুর রহমান হাং, গ্রাম: তিমিরকাঠি, নলছিটি;	সদস্য
০৪	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বনলতা দাস, পিতা-মৃত: সুধীর কুমার দাস, গ্রাম: নলছিটি;	সদস্য
০৫	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	মাকসুদা পারভীন, সহকারী অধ্যাপক, বড়ইয়া ডিগ্রী কলেজ, পিতা মৃত: আব্দুর রশিদ, গ্রাম: চাদপুরা, নলছিটি।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মিসেস ডালিয়া নাসরিন, স্বামী-এ. কে. এম আব্দুল হক উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০৯-১১-২০২১ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃংখলা-০১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ: ২৫ কার্তিক, ১৪২৮বঃ/১০ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৩.২০.১৭৩**—যেহেতু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের সাবেক জেলার জনাব এ. জি. মাহমুদ (বর্তমানে-জেলার, ভোলা জেলা কারাগার, ভোলায় কর্মরত) এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ০৩/২০২০ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ২৭-০২-২০২০ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৩.২০.৩১ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি ১৬-০৩-২০২০ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন।

যেহেতু, গত ১২-০৮-২০২১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, নথিতে রক্ষিত কাগজপত্রের আলোকে মামলায় অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন বিধায় জনাব শেখ ফরিদ আহমেদ, উপসচিব-কে গত ০২-০৩-২০২১ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গত ১২-০৯-২০২১ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব এ.জি. মাহমুদ, জেলার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী এবং উপস্থাপিত নথিপত্র পর্যালোচনায় জনাব এ. জি. মাহমুদ এর বিরুদ্ধে আনীত ক্যান্টিন পরিচালনায় অনিয়ম এবং পিসি কার্ডে পণ্য সামগ্রীর দাম ও পরিমাণে যথাযথভাবে উল্লেখ না করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

সেহেতু, জনাব এ. জি. মাহমুদ জেলার এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৬ কার্তিক, ১৪২৮বঃ/১১ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৪.২০.১৭৫**—যেহেতু, জনাব জাহানারা বেগম, সাবেক সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব), কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, (বর্তমানে সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) কারা অধিদপ্তর, ঢাকা) গত ০৯-০১-২০২০ খ্রিঃ হতে ০৮-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, গত ০৬-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে কয়েদি নং-৭৯৩৪/এ আবু বক্কর ছিদ্দিক কারাগার হতে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। 'মই' এর মতো একটি নিষিদ্ধ পলায়ন সহায়ক সামগ্রী কারাভ্যন্তরে থাকায় কয়েদি নং-৭৯৩৪/এ আবু বক্কর ছিদ্দিক কারাগার হতে মই বেয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ৪৮টি সিসি ক্যামেরা থাকলেও ঘটনার দিন ২৭টি ক্যামেরা অচল ছিল, যা সচল রাখার পদক্ষেপ এবং সিসি ক্যামেরা মনিটরিং এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি এবং দুর্ঘটনা এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি জেলারকে মৌখিকভাবে ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে বাসায় বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, আবার তাঁর দায়িত্বের প্রতিকল্প ডেপুটি জেলার জনাব মোঃ মনির হোসেনকেও মিনিট করে দেননি;

যেহেতু, এহন আচরণ এর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তাঁকে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা ১১/২০২০ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০২-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৪. ২০.১৪৬ নং স্মারক মূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হলে ০৩-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ০৭-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব নাসরিন জাহান, উপসচিব, জনাব শেখ ফরিদ আহমেদ, উপসচিব এবং জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা, উপসচিব-কে গত ০৮-০২-২০২১ তারিখে সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড কর্তৃক গত ৩১-০৩-২০২১ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব জাহানারা বেগম, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত;

যেহেতু, অসদাচরণ এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে "চাকুরী থেকে বরখাস্ত" দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২৩-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৪.২০.৯৮ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ইত্যাদি পর্যালোচনায় গুরুত্ব বিবেচনায় 'লঘুদণ্ড' আরোপ যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব জাহানারা বেগম, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮বঃ/১৬ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০৩২.১৯-১৮৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সাবেক জেলার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার (বর্তমানে জেলার, সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে কর্মরত) গত ১১-০২-২০১৭ তারিখ হতে ২৬-১১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলার এর বিরুদ্ধে আনীত প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম, কারারক্ষীদের খেলাধূলা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম, উৎপাদিত ফসল ও পণ্য সামগ্রী সংক্রান্ত অনিয়ম এবং নিজস্ব গরুর খাবারে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কারারক্ষীদের কাজে নিয়োজিত করেন;

যেহেতু, এহেন আচরণ এর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তাঁকে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং-০৪/২০২০ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ২৭-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.৩২. নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হলে ০৯-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ০৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব মোঃ খায়রুল আলম সেখ, অতিরিক্ত সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে গত ২৪-১১-২০২১ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত;

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনায় গুরুত্ব বিবেচনায় 'লঘুদণ্ড' আরোপ যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলার এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮বঃ/২১ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৯.১৯.১৮৬—যেহেতু, জনাব প্রশান্ত কুমার বণিক, সাবেক সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) (বর্তমানে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার, বরিশালে কর্মরত) ২০-০৭-২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯-১১-২০১৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, জনাব প্রশান্ত কুমার বণিক, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) এর বিরুদ্ধে বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষাতকালে অর্থ আদায়, আটক হাজতিদের জামিন লাভের পর মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন, ক্যান্টিন পরিচালনায় অনিয়ম, ক্যান্টিন পরিচালনার নীতিমালা অনুসরণ না করে অর্থ ব্যয় করার এবং তল্লাশি ব্যতিরেকে ক্যান্টিন ও গুদামে মালামাল প্রবেশ সংক্রান্ত অনিয়মের কারণে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তাঁকে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং-০৬/২০১৯ রুজু করা হয়;

যেহেতু, এ বিভাগের ২০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৯.১৯.৯৭ স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হয়। আপনি ২০-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ২৩-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব সৈয়দ আবদুল মমিন, অতিরিক্ত সচিব ও জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মিয়া, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ সমন্বয়ে গত ২৭-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড গত ২৬-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, জনাব প্রশান্ত কুমার বণিক, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত;

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় 'লঘুদণ্ড' আরোপ যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব প্রশান্ত কুমার বণিক, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

আদেশাবলী

তারিখ: ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮বঃ/২১ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০১৪.২১-৪০৬**—যেহেতু, জনাব এস এ এম কামরুজ্জামান, সহকারী প্রধান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা (প্রাক্তন: পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমএসআরসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ ও মেরামত কার্যক্রমে বাজার দর যাচাই কমিটির সদস্য হিসেবে সঠিকভাবে যাচাই না করে অতিরিক্ত বাজারদর নির্ধারণ করার মাধ্যমে সরকারের মোট ৬,৪০,৩১,৮০০/- (ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশ) টাকার আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে ২৯-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৬.২০২০-৪২০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, তদন্তে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি; তবে তিনি যথাযথভাবে বিধি মোতাবেক বাজারদর প্রণয়ন না করার কারণে অসদাচরণের দায়ে দোষী মর্মে প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী জনাব এস. এ. এম কামরুজ্জামানের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো এবং এ মর্মে তার বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঃ/২২ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩১.২০১৫-৪০৮**—যেহেতু, ডাঃ মুঃ কামরুল হাসান (৩২০৬৬), প্রাক্তন পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল-এর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৭৫০ নম্বর স্মারকে অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর আলোকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), বরিশালকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়;

যেহেতু, সরেজমিন তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ বা সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধনের কোনো বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি, সেহেতু ডাঃ মুঃ কামরুল হাসানকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮বঃ/২২ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৪.২১-৪১১**—ডাঃ বাপী রায় (১৩১১১১৮), ইনডোর মেডিকেল অফিসার (নিউরো মেডিসিন), খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,খুলনা-এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, সাতক্ষীরায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১(ক), ২য় অনুঃ১১(খ)/১১(গ)/৩০ ধারায় রুজুকৃত ২৯৪/২১ নং নারী ও শিশু মামলায় বিজ্ঞ আদালত ৩০-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করেন।

২। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী 'কোনো কর্মচারী দেনার দায়ে কারাগারে আটক থাকিলে, অথবা কোনো ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার হইলে বা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গৃহীত হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আটক, গ্রেফতার বা অভিযোগপত্র গ্রহণের দিন হইতে তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।'

৩। এমতাবস্থায়, ডাঃ বাপী রায়কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা মতে তার কারাগারে অন্তরীণ হওয়ার তারিখ ৩০-০৯-২০২১ খ্রিঃ থেকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৪। প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোশ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঃ/২১ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৯৯.২০.৭৫০**—নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আলী হোসেন আলা, পিতা-মোঃ আবুল হাশেম, ঠিকানা: সাং-কদমতলী, পোঃ আদমজীনগর, থানা-সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫(ঙ) মোতাবেক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৭নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদটি ২১ নভেম্বর ২০২১ হতে এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।

জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৮/০৮ নভেম্বর ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯(১).২৩২৬**—নওগাঁ জেলা পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। নওগাঁ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র দাখিলের তারিখ
১.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, সদস্য, ওয়ার্ড নং-৯, জেলা পরিষদ, নওগাঁ	৩১ অক্টোবর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, নওগাঁ জেলা পরিষদের সদস্য পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১এর উপ-ধারা(১)(গ) অনুযায়ী উক্ত পদ এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

নং **৪৬.৪২.০০০০.০০০.৯৯.০৬৩.১৭.২৩২৯**—কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের ০১নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় "জেলা পরিষদ আইন, ২০০০" এর ১১(২) ধারা অনুসারে উল্লিখিত তারিখ হতে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের ০১নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি সরকার কর্তৃক শূন্য ঘোষণা করা হলো।

তারিখ: ২৯ কার্তিক ১৪২৮/১৪ নভেম্বর ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯(২).২৩৬৬**—পিরোজপুর, কুড়িগ্রাম ও কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র দাখিলের তারিখ
১.	জনাব মোঃ মামুন হোসেন, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৮, জেলা পরিষদ, পিরোজপুর	১৯ অক্টোবর ২০২১
২.	জনাব মোঃ আব্দুল হক, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৮, জেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম	২৬ অক্টোবর ২০২১
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল বাকী, সদস্য ওয়ার্ড নং-০২, জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া	১২ অক্টোবর ২০২১
৪.	জনাব সাদিয়া জামিল, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৪ (সংরক্ষিত মহিলা সদস্য), জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া	১২ অক্টোবর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী উক্ত পদসমূহ এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৬ নভেম্বর ২০২১

নং ৪৬.৪২.০০০০.০০০.৯৯.০৬৩.১৭.২৩৮০—গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র দাখিলের তারিখ
১.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান মিয়া, সদস্য, ওয়ার্ড নং-৫, জেলা পরিষদ গোপালগঞ্জ	১৩ অক্টোবর ২০২১
২.	জনাব সালাউদ্দিন মিয়া, সদস্য ওয়ার্ড নং-১, জেলা পরিষদ, গোপালগঞ্জ	৩১ অক্টোবর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১ এর উপ ধারা (১)(গ) অনুযায়ী উক্ত পদসমূহ এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী
উপসচিব।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৫ পৌষ ১৪২৮/০৯ জানুয়ারি ২০২২

নং **০৩.৭৭৬.০১৪.০০.০০.০৫১.২০১৮(অংশ-২)-৫৭**—নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার রতনদী, কুশাসন, নারায়ণদিয়া, কামারগাঁও, ঝগড়াখোলা, শিলমান্দি, জগৎদী, মিঠাদী ও মিঠাপুর মৌজায় **মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন** নামে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য জনাব মোস্তফা কামাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফ্রেশ ভিলা, হাউজ-১৫, রোড-৩৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ নিজস্ব মালিকানা দাবি করে ৩৩.৮৮৫৮ (তেত্রিশ দশমিক আট আট পাঁচ আট) একর জমির তফসিলসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৭(১) ও ৫(২) মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, প্রস্তাবিত স্থানে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কাছে দায়বদ্ধ থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিনিয়োগ ভবন (লেভেল-৭,৮,৯), ই-৬/বি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে

জমির মালিকানা: মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিমিটেড

তফসিল ১

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ রতনদী, জে এল নং- ২২৫

আর.এস. খতিয়ান নং :

১৪, ২১, ২২, ৪৬, ৫৩, ১০৬, ১০৭, ১০৮

মোট ৮ টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং :

৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৫

মোট ১০ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ **২.৭০৮৯** একর

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

১১১৩৬/০৭.০৯.২০১৬, ১৪০৩৯/০৯.১১.২০১৬, ১৪০৪০/০৯.১১.২০১৬, ২৭০১/২৮.০২.২০১৯, ২৮৪২/২৮.০২.২০১৯, ১৩৪২৯/২০.১০.২০১৯, ১৩৪৩০/২.০.২০১৯, ১৮৫৮/০৯.০২.২০২০, ৩১৩৭/০২.০৩.২০২০

তফসিল ২

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ কুশাসন, জে এল নং- ২০৯

আর.এস. খতিয়ান নং:

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭

মোট ১৯ টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং :

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮,৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৩

মোট ৩৩ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ৯.৩৬৪৪ একর

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

১২৩৫২/২৬.০৯.২০১৭,১৩৫৩৩/১৯.১০.২০১৭,২৬৫/০৪.০১.২০১৮, ১৬৮৩/০৫.০২.২০১৮, ৫১৯৯/১৮.৪.২০১৮, ৫৪৫৮/২৪.৪.২০১৮, ৫৫৪৯/২৫.৪.২০১৮, ৭১০০/০৫.০৬.২০১৮, ৭১০১/০৫.০৬.২০১৮, ৮২২৫/১২.৭.২০১৮, ৮২২৬/১২.৭.২০১৮, ৮২২৭/১২.৭.২০১৮, ৮২২৯/১২.৭.২০১৮,৮২৫৯/১২.৭.২০১৮, ১০১১৯/১৯.৮.২০১৮, ১২২১৩/১০.১০.২০১৮, ১২২১৫/১০.১০.২০১৮, ২৮৯৫/০৫.০৩.২০১৯, ৩৮৪১/২৫.৩.২০১৯, ৭১১৩/১৯.৬.২০১৯, ১৫৭৯২/৫.১২.২০১৯, ১৫৭৯৩/৫.১২.২০১৯, ২৮৭৫/২৫.২.২০২০, ৩৫৫৪/১০.০৩.২০২০, ৪১২২/২৩.৩.২০২০, ৬৯২৪/২৭.৭.২০২০, ১২৫০৩/০৯.১১.২০২০, ১২৫৮৪/১০.১১.২০২০, ১৪৪৩১/১৩.১২.২০২০

তফসিল ৩

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ কামারগাঁও, জে এল নং- ২১২

আর.এস. খতিয়ান নং :

২, ৭, ৯, ১২, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৬, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪১

মোট ১৪ টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং:

৯, ১৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৫, ১০২, ১০৩

মোট ১৭ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ৩.৫৬৮৩ একর

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

২৫৬৯/২০.০২.২০১৭, ১০৭০৮/২০.০৮.২০১৭, ২৬৪২/২৬.০২.২০১৮, ৩৪৬৬/১৪.০৩.২০১৮, ৩৮৫৯/২১.০৩.২০১৮, ১০১১২/১৯.০৮.২০১৮, ১১৬০৬/১৮.০৯.২০১৯, ১৩৩২৯/০১.১১.২০১৮, ১৩৯০৯/১২.১১.২০১৮, ১৪০৮৯/১৫.১১.২০১৮, ১৪১৬৩/১৮.১১.২০১৮, ৩৬৪২/২০.০৩.২০১৯, ৫১৫৮/২২.০৬.২০২০, ৫১৫৯/২২.০৬.২০২০, ১৬৩৭২/২৮.১২.২০২০

তফসিল ৪

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ নারায়ণদিয়া, জে এল নং-২১০

আর.এস. খতিয়ান নং :

২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

মোট ২০ টি খতিয়ান

আর. এস. দাগ নং :

৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮

মোট ৫৯ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ১৫.২১৪২ একর

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

১২৩৫৩/২৬.০৯.২০১৭,১২৩৫৪/২৬.০৯.২০১৭, ১২৩৫৫/২৬.০৯.২০১৭, ১২৩৫৬/২৬.০৯.২০১৭, ১৩৫৩৩/১৯.১০.২০১৭, ২৬৪/০৪.০১.২০১৮, ২০৫০/১৩.০২.২০১৮, ৫১৯৮/১৮.৪.২০১৮, ৫২৯৮/২২.৪.২০১৮, ৮২২৮/১২.৭.২০১৮, ১২২১৪/১০.১০.২০১৮, ২৫৮/০৮.০১.২০১৯, ১৫০৪/০৪.০২.২০১৯, ১৮১৪/১০.০২.২০১৯, ১৯৭৪/১২.০২.২০১৯, ২৭০২/২৮.০২.২০১৯, ২৮৯৬/০৫.০৩.২০১৯, ৩৫৬০/১৯.০৩.২০১৯, ৩৮৪৩/২৫.০৩.২০১৯, ৫৫৯৯/৫.৫.২০১৯, ৭১১৪/১৯.৬.২০১৯, ৯৫৯১/৫.৮.২০১৯, ৯৫৯৭/৫.৮.২০১৯, ৯৬০৪/৫.৮.২০১৯, ১০৭৪৮/৩.৯.২০১৯, ১২৮৬৪/১০.১০.২০১৯, ১৫৯৭১/৯.১২.২০১৯, ২৮৪৪/২৫.২.২০২০, ৩৫৫৫/১০.০৩.২০২০, ৭৪০৩/১৬.৮.২০২০, ১২৫০২/০৯.১১.২০২০, ১২৫৮৩/১০.১০.২০২০, ১৩৬৬৩/২৯.১১.২০২০, ১৫১৫৭/২৩.১২.২০২০, ১৫৫৯/২৭.০১.২০২১, ১৫৬০/২৭.০১.২০২১, ১৮৭৯/০১.০২.২০২১, ৩৬৬৯/২৪.০২.২০২১, ৩৮০১/০৩.০৩.২০২১, ৩৮০২/০৩.০৩.২০২১, ৪৮৬১/২১.০৩.২০২১, ৫৫০১/২৯.০৩.২০২১, ৬৭৬০/২০.০৫.২০২১, ৬৯৪৯/২৪.০৫.২০২১

তফসিল ৫

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ ঝগড়াখোলা , জে এল নং-২১৩

আর.এস. খতিয়ান নং :

৩, ২৫

মোট ২ টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং :

২৭, ৫৬, ৫৭

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

৭১৫৪/০৬.০৬.২০১৮, ৭১৫৭/০৬.০৬.২০১৮

মোট ৩ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ০.২১৮২ একর

তফসিল ৬

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ শিলমান্দি , জে এল নং-২১৪

আর.এস. খতিয়ান নং :

১৬, ২০, ২৬, ২৭

মোট ৪ টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং :

১৬, ২০, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৫১

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

৭১৫৭/০৬.০৬.২০১৮, ১০০৫৭/১৭.০৮.২০১৮, ২৫২১/২৫.০২.২০১৯, ১৪৩৪৩/০৫.১১.২০১৯

মোট ৭ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ০.৯৪২০ একর

তফসিল ৭

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ জগৎদী , জে এল নং-২১৭

আর.এস. খতিয়ান নং :

১৭, ১৮, ২৩

মোট ৩ টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং :

১১, ১৪, ১৮, ৩২, ৩৮

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

৭১৫৭/০৬.০৬.২০১৮, ২৫২২/২৫.০২.২০১৯, ১৪২৯৭/০৮.১২.২০২০

মোট ৫ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ১.৫০১৫ একর

তফসিল ৮

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ মিঠাদী , জে এল নং-২১৬

আর.এস. খতিয়ান নং :

২ মোট ১ টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং :

১২ মোট ১ টি দাগ

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

৭১৫৮/০৬.০৬.২০১৮
মোট ১ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ০.১৬০০ একর

তফসিল ৯

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, উপজেলাঃ সোনারগাঁও, মৌজাঃ মিঠাপুর, জে এল নং-২১৮

আর.এস. খতিয়ান নং :

১৫, ৩০

মোট ২ টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং :

৫, ৩০

নিবন্ধন নম্বর ও সাল :

৮২৩০/১২.০৭.২০১৮, ৯৮০৩/১৩.০২.২০১৮, ১৩৯০০/১২.১১.২০১৮

মোট ২ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ০.২০৮৩ একর

সর্বমোটঃ **২.৭০৮৯+৯.৩৬৪৪+৩.৫৬৮৩+১৫.২১৪২+০.২১৮২+০.৯৪২০+ ১.৫০১৫+ ০.১৬০০+ ০.২০৮৩ = ৩৩.৮৮৫৮ একর**

সত্য রঞ্জন মন্ডল
সচিব
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বেজা নির্বাহী বোর্ড।